৬।২।২০০২

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অর্থ ও শিক্ষানীতি নিয়ে বিরোধ ॥ বাজপেয়ীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে বুদ্ধদেব

অমিত বসু, কলকাতা থেকে ॥ দিল্লী তোলপাড় হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের যুদ্ধে। এতদিন বুদ্ধ ছিলেন শান্ত সংযত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রিত্বের শতদিন পার হতে না হতেই প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন। যুদ্ধ ঘোষণা করলেন বাজপেয়ীর বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোন মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্যে মুখোমুখি লড়াই দিল্লী এর আগে প্রত্যক্ষ করেনি। রবিবারও বিজেপিবিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে বাজপেয়ীর বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখেন বুদ্ধদেব। ইস্যু করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি। বাজপেয়ীর বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে নেমেছিলেন শনিবার। বিষয় ছিল অর্থনীতি। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে হাজির ছিলেন সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাই। বিক্ষোভের অগ্নিশিখা দেখে তড়িঘড়ি বৈঠক শেষ করতে চেয়েছিলেন বাজপেয়ী। কিন্তু বুদ্ধ হতে দেননি। সমাপ্তি ভাষণে বাজপেয়ী ঘোষণা করেন-দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়াপত্র নিয়ে সব মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছেছেন। এই মর্মে আমরা সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করছি। কথা শেষ করেই তিনি মঞ্চ ছেড়ে বহির্গমনের উদ্যোগ নেন। ঠিক সেই মুহূর্তে বুদ্ধদেব আচমকা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। বলেন, আপনি যে মতৈক্যে পৌঁছানোর কথা বলছেন, তা ঠিক নয়। আমাকে এক মিনিট কথা বলার সুযোগ দিন। বাজপেয়ী বাধ্য হয়ে তাঁকে কথা বলার সুযোগ দেন। বুদ্ধদেব বলেন, যতক্ষণ না দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়াপত্র নিয়ে সত্যিই মতৈক্যে পৌঁছচ্ছি ততক্ষণ এ ধরনের ঘোষণা ভুল সঙ্কেত দেবে। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খসড়া থেকে বাদ গেছে। ভূমি সংস্কার, গণবন্টন ব্যবস্থা, রাজ্যের ঋণের বোঝা নিরসন। বাজপেয়ী প্রশ্ন করেন, আপনি কি চান প্রস্তাবটি এখনই মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে ভোটাভুটির জন্য তুলি? বুদ্ধদেব সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, তুলুন, আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। বুদ্ধদেবের আত্মবিশ্বাস দেখে সতর্ক হয়ে যান বাজপেয়ী। হাসতে হাসতেই বলেন, ভোটাভুটি করে মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাই না। বুদ্ধদেবের মন্তব্যের জন্য প্রতীক্ষা না করেই মঞ্চ ছাড়েন বাজপেয়ী।

ভূমি সংস্কারের বিষয়টি আগে কোন দিন উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে আলোচনার জন্যও তোলা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে সফল হলেও অন্য কোন রাজ্য এ নিয়ে বেশিদূর এগোতে পারেনি। তবে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি যে এটাই, সে কথা বিশ্বাস করে। কেন্দ্রীয় সরকার বাজার অর্থনীতর দিকে ঝুঁকে পড়ায় ভূমি সংস্কারকে আর গুরুত্ব দিচ্ছে না। একই কারণে গণবণ্টন ব্যবস্থাও কেন্দ্রের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। বাজার অর্থনীতিতে দরিদ্রদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এই ব্যবস্থা বাতিল করলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করা লাখ লাখ মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে পড়বে। কেন্দ্রীয় সরকার ছত্তিশগড়, উত্তরাঞ্চল এবং ঝাড়খণ্ড-এই তিন রাজ্যের ৯০ শতাংশ ঋণ মওকুফ করছে। বলেছে, এই অর্থ সাহায্য হিসাবে দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য রাজ্যের বেলায় তা হচ্ছে না। তারা ঋণের বোঝায় নুয়ে পড়ছে। বুদ্ধদেবের প্রতিবাদে অধিকাংশ রাজ্যেরই তাই সমর্থন থাকছে।

বুদ্ধদেবের পাশে দাঁড়িয়েছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। রবিবার বুদ্ধদেবের ডাকা বৈঠকে সোনিয়া তাঁর তিন মুখ্যমন্ত্রী একে এ্যান্টনি, দিগ্বিজয় সিং এবং তরুণ গগৈকে পাঠিয়েছেন।